প্রথম আলো

তারিখ 16 DEC 2017
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট

রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট পদে প্রগতি পরিষদের ১৫ প্রার্থী

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে ২৫টি রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট পদের ১৫টিতে প্রার্থী দিয়েছে বামপন্থী শিক্ষকদের প্রগতি পরিষদ। প্রার্থীরা ছাত্র প্রতিনিধিসহ সিনেটের সব প্রতিনিধিকে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টির ঘোষণা দিয়েছে।

গতকাল শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে প্রগতি পরিষদের প্রার্থী ঘোষণা করা হয়। এ সময় আট দফা নির্বাচনী অঙ্গীকারও ঘোষণা করেন পরিষদভুক্ত শিক্ষকেরা। এর মধ্যে ছাত্র প্রতিনিধিদের বিষয়টি প্রথমেই রয়েছে।

লিখিত বক্তব্যে নির্বাচনে প্রার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক এম এম আকাশ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বছরের পর বছর ছাত্রদের কাছ থেকে ডাকসুর ফি নিয়েও নির্বাচন না দেওয়ার নীতিহীন সংস্কৃতি চালু রেখেছে। এই খাতে সংগৃহীত বিপুল পরিমাণ অর্থ থেকে যাচ্ছে প্রায় হিসাববহির্ভূত। অবশেষে একজন ছাত্রের অনশনের পর তাঁদের ঘুম কিছুটা ভেঙেছে।

আট দফা দাবির অন্যগুলো হলো অসম্পূর্ণ সিনেটে মনোনীত উপাচার্য নিয়োগের প্রথা প্রত্যাহার করা, শিক্ষক নিয়োগপ্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ করা, অপ্রয়োজনীয় বিভাগ খুলে অর্থের অপচয় ও শিক্ষিত বেকার সৃষ্টির প্রক্রিয়া বন্ধ করা, গবেষণা ও একাডেমিক শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া, সান্ধ্য কোর্স ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের পাঠদান বিষয়ে সুচিন্তিত নীতিমালা করা, আবাস হলের আসন বরাদ্দে প্রাধ্যক্ষের গৌণ ভূমিকার আশু অবসান করা এবং শিক্ষকদের রাজনীতি করার অধিকারের অপব্যবহার রোধ করা।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনাকে ধারণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীত উজ্জ্বল ভাবমূর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রগতি পরিষদের অঙ্গীকার। সরকার সমর্থক বলে পরিচিত শিক্ষকদের মধ্যে মতবিরোধ ও দ্বন্দ্ব সাম্প্রতিক সময়ে হাতাহাতির পর্যায়ে চলে গেছে। এ ধরনের মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে শিক্ষক নিয়োগ প্রথাকে স্বচ্ছ, মেধাভিত্তিক ও দলীয় পক্ষপাতিত্বমুক্ত করা সর্বপ্রথম কাজ।

পরিষদের অন্য প্রার্থীদের মধ্যে সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সাবেক অধ্যাপক কে এ এম সাদউদ্দিন, মাসিক *শিক্ষাবার্তা*র সম্পাদক এ এন রাশেদা, সাবেক ছাত্রনেতা আবদুর রহিম খান, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক আবু কাওসার মো. মাহবুবাল আলম, বি এম কলেজের সাবেক অধ্যাপক এফ এম বদিউর রহমান, শরীয়তপুর সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যাপক এম এ আজিজ মিয়া, অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংকার গোপাল চন্দ্র গুহ রায়, পিএইচডি গবেষক নিতাই কান্তি দাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক নেহাল করিম, উদীচীর সাবেক কোষাধ্যক্ষ বিমল মজুমদার, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মোহাম্মদ আবু তাহের, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার কর্মকর্তা মো. আমিনুর রহমান ও সাবেক কর্মকর্তা শান্তনু দে এবং অধ্যাপক মো. আমিনুল ইসলাম।